ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন
উপকৃত সকল জনগণ

১২ ডিসেম্বর একটি ঐতিহাসিক দিন। ২০০৮ সালের এই দিনে আওয়ামী লীগ প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা দিন বদলের সনদ `রূপকল্প ২০২১' এর মূল উপজীব্য হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দেন। ২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর সেই অঙ্গীকার পূরণ হলো এমনি একটি সময়ে যখন মহাকালের দুটি মহান ধারা এক মোহনায় দাঁড়িয়ে। আমরা উদযাপন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এমনি অভূতপূর্ব সন্ধিক্ষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আধুনিক, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা এবং খ্যাতিমান তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সজীব ওয়াজেদ জয়ের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে উৎসারিত ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়নের সাফল্য আজ সকলের সামনে দৃশ্যমান বাস্তবতা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র সাড়ে তিন বছর দেশ পরিচালনা করেন। তিনি বিজ্ঞান, কারিগরি ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের যে ভিত রচনা করেছিলেন সে পথ ধরেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব এবং তাঁর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিক নির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন লক্ষ্যের চেয়ে এগিয়ে। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বে স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের গর্বিত সদস্য। দেশে বর্তমানে ১৮ কোটির বেশি মোবাইল সিমের ব্যবহার হচ্ছে। শতভাগ এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের দাম ছিল ৭৮ হাজার টাকা। বর্তমানে তা প্রতি এমবিপিএস ৪শ' টাকার নীচে। ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ায় ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে তা ১৩ কোটি। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এমন কোন খাত নেই যেখানে প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান ব্যবহৃত হচ্ছে না। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মানুষকে এখন আর সেবার পেছনে ঘুরতে হয় না, সেবাই পৌঁছে গেছে মানুষের দোরগোড়ায়। উচ্চগতির ইন্টারনেট পৌঁছে গেছে অধিকাংশ ইউনিয়নে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণে ই-কমার্সের প্রসার ঘটেছে গ্রামেও। দেশে গড়ে উঠেছে ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি। ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভ— কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নমেন্ট ও আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন ঘিরে গৃহীত উদ্যোগের বাস্তবায়নে অগ্রগতি ও সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের ঝুলিতে আসে জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন অ্যান্ড ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড, আইসিটি সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড, ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) অ্যাওয়ার্ডসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

ই-গভর্নমেন্ট ও দোরগোড়ায় সেবা

সরকারের উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দেশের সব মানুষ। দেশের ৭০ শতাংশ মানুষের বাস গ্রামে। ২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় তাই শহরের পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হয় গ্রামের মানুষের জীবনমানের উন্নয়নকে। গ্রাম থেকেই শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কার্যক্রম। লক্ষ্য শহরের মতো গ্রামের মানুষেরও দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়ে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাস। এজন্য অনুসরন করা হয় বটমআপ অ্যাপ্রোচ পদ্ধতি। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সাড়ে ৪ হাজারেরও বেশি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের (ইউআইএসসি) উদ্বোধন করেন। ২০১৪ সালে এসব তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের নাম রাখা হয় ডিজিটাল সেন্টার। বর্তমানে সারাদেশে ইউনিয়ন, পৌরসভা, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড মিলে ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা ৮ হাজার ২শ' ৮০টি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ফলে শহরের মতো গ্রামের মানুষেরও দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে তথ্য ও সেবা। শুধু ডিজিটাল সেন্টার নয়, ই-গভর্নমেন্ট কার্যক্রমে বেশ কিছু উদ্যোগের বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যা সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় দেশে ও বিদেশে অনন্য মডেল হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে। তথ্য ও সেবা প্রদানের বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

- ৮ হাজার ২শ' ৮০টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে ৩ শতেরও অধিক সেবা প্রদান। এ পর্যন্ত সেবা প্রদান করা হয় ৬০ কোটি ৬৮ লক্ষের বেশি;
- ডিজিটাল সেন্টারগুলোতে ১৬ হাজার উদ্যোক্তার মধ্যে প্রায় ৮ হাজার নারী উদ্যোক্তা;
- মাইগভ প্ল্যাটফর্মটির র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশনের আওতায় সেবা ডিজিটাইজেশন করা হয় প্রায় ১ হাজার ৯শ'৩৫টি;
- ডিজিটাল সেন্টার, ৫২ হাজার ওয়েবসাইটের জাতীয় তথ্যবাতায়ন এবং মাইগভ পোর্টাল থেকে প্রতিমাসে সেবা গ্রহণকারির সংখ্যা ৭৫ লক্ষ;
- মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে সেবা নিচ্ছে ১০ কোটি মানুষ, যাদের অধিকাংশই গ্রামের;
- ২০২১ সালের এপ্রিলে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে লেনদেন ৬৩ হাজার ৪শ'৭৯ কোটি টাকা;
- সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ৮৯ লক্ষ ৪৮ হাজারেরও অধিক জনগোষ্ঠীর নিকট ডিজিটাল উপায়ে অর্থ সহায়তা পৌঁছে দেয়া হয়েছে;

- ই-কমার্স প্লাটফর্ম ‘একশপ’ এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয় ৭৫ লক্ষ ৯৫ হাজার জনকে;
- সিসিএ কর্তৃক ডিজিটাল স্বাক্ষর বিতরণ ৫৫ হাজার ৭শ’ ৬২টি;
- সহজে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে নাগরিকের পরিচয়পত্র যাচাই করতে ‘পরিচয়’ নামের গেটওয়ে অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন, যা নির্বাচন কমিশনের জাতীয় ডাটাবেজের সাথে যুক্ত;
- জাতীয় পর্যায়ে সর্বস্তরে জনগণের জন্য মোবাইল ফোনভিত্তিক হেল্পডেস্ক বাস্তবায়ন কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস ‘৯৯৯’ চালু করে আইসিটি বিভাগ তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করে;
- ৩৩৩ কলসেন্টারের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান ৭ কোটি ৩৭ লক্ষেরও বেশি;
- ই-নামজারি সিস্টেমে আগত ৫৪ লক্ষ ৯৫ হাজারের অধিক আবেদন হতে ৪৭ লক্ষ ৭১ হাজার ৩শ’ ৫৯ আবেদনের নিষ্পত্তি:
- খতিয়ান ডিজিটালাইজড ৫ কোটি ৫০ লক্ষের বেশি;
- ফর্ম বাতায়নে ফর্মের সংখ্যা ১৭শ’ ৫৭টি;
- ডেটা সেন্টার থেকে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা ১০ কোটির বেশি;
- ডেটা সেন্টারের ৬৩০টি ডোমেইনে ইমেইল অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে ১,৩৫,৪৭৪ টি;
- কৃষি বাতায়নে সংযুক্ত কৃষকের প্রোফাইল ৮১ লক্ষের বেশি;
- ই-নথিতে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ ফাইলের নিষ্পত্তি;
- ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ‘সুরক্ষা’ প্লাটফর্ম ব্যবহার করে নিবন্ধন করে প্রায় ৭ কোটি ২১ লক্ষ ২ হাজার ৬শ’ ৭৪ জন;
- করোনা মহামারিতেও মন্ত্রিসভাসহ অফিস-আদালত, ব্যবসা-বানিজ্যের কার্যক্রম ভার্চুয়ালি সচল রাখা সম্ভব হয়;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২১ মাসে ১৬০০টি ভার্চুয়াল সভা;
- কোভিড মহামারিকালে ভার্চুয়াল আদালতে ৩ লাখ ৪৭ হাজারের বেশি শুনানি ও ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৮শ’ ৫০ জনের জামিন;
- করোনাকালীন অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত সাড়ে ৪ কোটি শিক্ষার্থী।

গড়ে উঠেছে কানেক্টিভিটি ও আইসিটি অবকাঠামো

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রায় দেশে কানেক্টিভিটি ও শক্তিশালী আইসিটি অবকাঠামো গড়ে উঠেছে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথযাত্রাকে মসৃণ করে। সকল সরকারি অফিস এখন একই নেটওয়ার্কের আওতায়। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল লাইনের মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড (উচ্চগতির) ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়। দেশের শতভাগ এলাকা মোবাইল ফোন কাভারেজের আওতায়। ফলে দেশের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষও তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা পাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে তোলা হচ্ছে হাই-টেক, আইটি পার্ক এবং ইনকিউবেশন সেন্টার। ইতোমধ্যে নির্মিত ৯টি হাই-টেক ও আইটি পার্কগুলোতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিনিয়োগও আসছে প্রত্যাশিত হারে। দেশে গড়ে তোলা হয়েছে বিশ্বমানের ডেটা সেন্টার। কানেক্টিভিটি ও আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলার অগ্রগতির তথ্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

- ২৮ হাজার কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে ৩৮০০'শ ইউনিয়ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ;
- ১৮ হাজার ৫০০টি সরকারি অফিস একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায়;
- ৮০০টি সরকারি অফিসে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন;
- ২৫৪টি অ্যাগ্রিকালচার ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন সেন্টার (এআইসিসি) ও ২৫টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও এটুআই-এর যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত টেলিহেলথ সেন্টার থেকে সেবা দেওয়া হয় ৮৩ হাজারেরও বেশি নাগরিককে;
- সরকারি কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে ২৫ হাজার ট্যাব বিতরণ;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়াইফাই সংযোগ ২৫,৫০০টি;
- ৩৯টি হাই-টেক, আইটি পার্ক এবং আইটি ইনকিউবেশন সেন্টারের মধ্যে ৯টি হাই-টেক ও আইটি পার্কে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু;
- ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হওয়া হাই-টেক ও আইটি পার্কগুলোতে এ পর্যন্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১৬৬টি প্রতিষ্ঠানকে। বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫শ'কোটি টাকার বেশি;
- হাই-টেক পার্কগুলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে কর্মসংস্থান হবে ৩ লাখের বেশি মানুষের;
- ২০২৫ সালের মধ্যে হাই-টেক/আইটি পার্কগুলোর বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৪০০০ কোটি টাকা;
- গবেষণা ও উদ্ভাবনের বিকাশ, ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়ার সেতুবন্ধ তৈরি ও শিক্ষার্থীদের ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ৩৩ টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ প্রযুক্তির বিশেষায়িত কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন;
- এ পর্যন্ত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন ১৩ হাজার;

- প্রতি জেলায় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার;
- টিয়ার-৩ ও ৪ এবং ডিজাস্টার রিকোভারি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। টিয়ার-৩ জাতীয় ডেটা সেন্টারের ডেটা সংরক্ষণক্ষমতা বাড়িয়ে ১৯.৬ পেটাবাইট করা হয়েছে;
- বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম টিয়ার ফোর ডেটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এর ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা বর্তমানে ৭ পেটাবাইট, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২শ' পেটাবাইট পর্যন্ত সম্প্রসারণযোগ্য।

দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন

একুশ শতকের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শুরু হয়েছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কার্যক্রম। সে লক্ষ্য অর্জনে সরকার শতভাগ সফল। দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০ লক্ষ দক্ষ মানুষ তৈরি করা হয়। একই সময়ে দেশে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান হয় ২০ লক্ষ। বিশ্বে অনলাইন শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। ২০১৬ সাল থেকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়ে আলোচনা শুরু হলে সরকার চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও সম্ভাবনা কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব দেয়। সেই থেকে চলমান রয়েছে ফ্রন্টিয়ার বা অগ্রগামি প্রযুক্তিতে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির নানা উদ্যোগ ও প্রশিক্ষণ। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির উল্লেখযোগ্য কতিপয় উদ্যোগ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

- বিসিসির বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় প্রায় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ২শ' ২ জনকে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে পুরুষ ২১১,৭৭৬ জন ও মহিলা ২৩,৪২৬ জন;
- লার্নি এ্যান্ড আর্নিং প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষাধিক জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে তৈরি করা হয়। যাদের মধ্যে ৪১ হাজার ৬শ' জন নারী;
- প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান হয় যথাক্রমে ৫ হাজার এবং ৭শ'২৮ জনের;
- হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইসিটি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়ন করা হয় ৩২ হাজারেরও বেশি;
- হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইসিটি খাতে কর্মসংস্থান হয় ২১ হাজার জনের;
- সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৯০ হাজার+;
- শী পাওয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে ১০,৫০০ জন নারী উদ্যোক্তা তৈরি'
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ৫৮ হাজার;
- শিক্ষকবাতায়নে শিক্ষক-শিক্ষিকা সংযুক্ত ৫ লক্ষ ৯০ হাজার;
- শিক্ষক বাতায়নে মোট কনটেন্ট প্রস্তুত ৫ লক্ষ ৯০ হাজার;
- ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম 'মুক্তপাঠ'-এ সংযুক্ত প্রায় ১২ লক্ষ;
- এটুআই-এর মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রশিক্ষণ ৩ লক্ষ ১২ হাজার;

- সরকারি পর্যায়ে এম্প্যাথি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩৪,৪৫০ জন;
- বাংলাদেশ-জাপান আইসিটি ইঞ্জিনিয়ার্স ট্রেনিং (B-JET) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ১৫শ' জন গ্রাজুয়েটকে;
- সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবনী বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২ লক্ষ ৭৭ হাজার;
- শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে ৭ হাজার ৭শ'২৮টি;
- অনলাইন লার্নিং ও অ্যাসেসমেন্টের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে বিডিস্কিলস ডট গভ ডট বিডি (bdskills.gov.bd) শীর্ষক প্রশিক্ষণের প্লাটফর্ম;
- তিনশ' সংসদীয় আসনে ৩শ' স্কুল অব ফিউচার প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান;
- ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে ৯টি ভাষা (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানীজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবি ও চাইনিজ) শেখানোর লক্ষ্যে ভাষাগুরু সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- ভাষাগুরু সফটওয়্যারের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ১ হাজার ২৪ জনকে।

আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন

প্রয়োজনীয় আইন ও নীতি সহায়তার পাশাপাশি কর অবকাশ, হার্ডওয়্যার সংযোজন বা উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানীকৃত কাঁচামালের ওপর শুল্ক হার হ্রাস ও প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের ফলে আইসিটি শিল্প দ্রুত বিকশিত খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়। বর্তমানে দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে বিশ্বমানের পণ্য। নোকিয়া, স্যামসাং এর মতো বিশ্বখ্যাত ব্রান্ডের মোবাইল এখন বাংলাদেশেই তৈরি হচ্ছে। যেসব উদ্যোগ ও সুবিধা প্রদানের ফলে আইসিটি শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

- তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করা;
- হার্ডওয়্যার সংযোজন বা উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর আমদানি শুল্ক কমিয়ে ১ শতাংশ করা হয়;
- আইটি/আইটিইএস খাতে রপ্তানিতে ১০ শতাংশ নগদ প্রনোদনা;
- হাই-টেক পার্কে দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ১৪ ধরনের প্রণোদনা সুবিধা প্রদান;
- এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের (বিসিজি) সহযেগিতায় স্ট্র্যাটেজিক সিইও আউটরিচ প্রোগ্রাম চালু এবং দেশীয় আইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে ২০০ এর অধিক বিদেশী আইটি প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপন;
- ফ্রিল্যান্সিং পেশার স্বীকৃতি প্রদানে আইডি কার্ড প্রদান;

- বিভিন্ন হাই-টেক ও সফটওয়্যার পার্কে ২২৩টি স্টার্টআপকে বিনাভাড়ায় স্পেসসহ মেন্টরিং ও ইউটিলিটি সেবা প্রদানের মাধ্যমে সুবিধাসহ;
- আইডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে ২৩৬টি স্টার্টআপকে প্রি-সিড পর্যায়ে অনুদান প্রদানের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে;
- বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট-২০২০ সফলতার সাথে সম্পন্ন। সেরা স্টার্টআপকে দেয়া হয়েছে ১ লক্ষ মার্কিন ডলার;
- স্টার্টআপে বিনিয়োগ করার জন্য স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড নামে সরকারি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা;
- বর্তমানে দেশে স্টার্টআপ ২.৫ হাজারের বেশি। যাদের অধিকাংশই পরিচালনা করছে তরুণরা। স্টার্টআপে বিনিয়োগ প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার;
- বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে "বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট-ইউকে” প্লাটফর্ম চালু;
- প্লাটফর্মটি বিটুবি কানেক্টিভিটি পোর্টাল এবং আইটি খাতে বিদেশি বিনিয়োগকারী ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করছে;
- এটুআই ইনোভেশন ফান্ড এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রকল্প ২৭২।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের যে ভিত্তি তৈরি করে গেছেন সে পথ ধরেই ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। সরকারের বর্তমান লক্ষ্য ২০২৫ সালে আইসিটি রপ্তানী ৫ বিলিয়ন ডলার ও তথ্য ও যোগাযোনির্ভর কর্মসংস্থান ৩০ লাখে উন্নীত করা এবং সরকারি সেবার শতভাগ অনলাইনে পাওয়া নিশ্চিত করা, আরও ৩শ’ স্কুল অব ফিউচার ও ১ লক্ষ ৯ হাজার ওয়াইফাই কানেক্টিভিটি, ভিলেজ ডিজিটাল সেন্টার এবং ২৫ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়াও, একই সময়ে আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজাকশান প্লাটফর্ম (IDTP) চালু, ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তোলা, শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (SHIFT) স্থাপন, ডিজিটাল লিডারশীপ একাডেমি এবং সেন্টার ফর ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন প্রতিষ্ঠা করা হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যে প্রসার ঘটেছে তাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহামানের স্বপ্নের সোনার বাংলা ও ২০৪১ সালের মধ্যেই জ্ঞানভিত্তিক উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলবে।